ভোরের কাগজ

তারিখ ...... 1 JUL 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ৪ ...

ঢা.বির ৯৪ কোটি ৭৭ লাখ টাকার বাজেট, শিক্ষায় বরাদ্দ মাত্র ১৩ ভাগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ কোটি ৭৭ লাখ টাকার ঘাটতিসহ মোট ৯৪ কোটি ৭৭ লাখ টাকার বিশাল বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় সিনেটের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান এই বাজেট উপস্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটিই সর্ববৃহৎ বাজেট। প্রস্তাবিত এই বাজেটে বরাবরের মতো এবারও শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক খাতে মাত্র ১৩ ভাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাকি ৮৭ আগ ব্যয় হবে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, পেনশন ও সাধারণ কার্যক্রমে। ২০০৩-০৩ অর্থবছরের ৯২ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেটও এই অধিবেশনে পেশ করা হয়।

বাজেটে সরকারি অনুদান ৭৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা এবং বাকি টাকা অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আয় করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবার বিগত বছরের তুলনায় ৫০ লাখ টাকা বেশি ধার্য করা হয়েছে। আর এই লক্ষ্যে এবার বাজেটে অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচরীদের

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

ঢা.বির ৯৪ কোটি ৭৭ লাখ

● শেষের পাতার পর

ব্যবহৃত পানির দাম ধরা হয়েছে। ৪০০ বর্গফুট পর্যন্ত বাসস্থানের জন্য মাসে ২৫ টাকা, ৬০০ বর্গফুটের জন্য ৫০ টাকা এবং ৬০০ বর্গফুটের উর্ধ্বে সকল বাসস্থানের জন্য মাসে ১০০ টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। গাড়ির গ্যারেজের ভাড়া ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে (পাকা গ্যারেজের জন্য)। উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ফ্রেপড বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এর ওপর কোনো কর্তৃত্ব না থাকায় (২০০৩-০৪) অর্থবছর থেকে টোকেন ভাড়া হিসেবে উদয়ন স্কুলকে ২৫ হাজার এবং ফ্রেপডকে ১০ হাজার টাকা ভাড়া প্রদান করতে হবে। এছাড়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের নাইট শিফট চালু করার প্রস্তাব করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যাহত বাজেট ঘাটতি মোকাবিলায় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের অধীনে একটি ১০ মাসের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার প্রস্তাবও বাজেটে করা হয়েছে।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পরিত্যক্ত অংশে ও বঙ্গবন্ধু হলের উত্তর পাশের খালি জায়গায় শাহবাগ রোডের দিকে মুখ করে দুটি আলাদা বহুতল শপিং সেন্টার নির্মাণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কনসালটেন্সি ও বাইরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অর্থের ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে জমা নিশ্চিত করণের কথা বলা হয়।

নয়া বাজেটে ২০০২-০৩ অর্থবছরের তুলনায় কেমিক্যাল ও ইকুইপমেন্টসের জন্য ২৮ শতাংশ এবং গবেষণা কর্মকাণ্ডের জন্য ১১ শতাংশ ব্যয় বাড়ানো হয়েছে।

সিনেট অধিবেশনে সিনেট সদস্যদের মধ্য থেকে সিন্ডিকেটে ৩ জন, ফিন্যান্স কমিটিতে ১ জন, ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য ৬ জন এবং আয়-ব্যয় নিরীক্ষণ কমিটির ১০ জন সদস্য নির্বাচন করা হয়।

সিনেট চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিনেট অধিবেশনে ৯৯ জনের মধ্যে ৭৬ জন সিনেট সদস্য উপস্থিত ছিলেন।